জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/২৩৯/১৩- ২৯ তারিখ: ০৭/১০/২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

০৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ সকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও ইউএনডিপি- হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামের আয়োজনে "বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা পরিস্থিতিঃ অপশনাল প্রোটকল-৩ অনুসাক্ষর এর গুরুত্ব" বিষয়ক একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, "আন্তর্জাতিক শিশু সনদ সাক্ষরকারী প্রথম ২০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের উদ্দেশ্য হল শিশু সনদের অপশনাল প্রোটকল-৩ রেটিফাই করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করা। শিশু অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ অনেক বেশি এগিয়ে আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতিসংঘের ইউপিআর কমিটির সুপারিশের আলোকে অপশনাল প্রোটকল-৩ রেটিফাই করতে সম্মত হয়েছে। রেটিফাই করার ক্ষেত্রে যেসকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি এ বিষয়ে সরকারকে ধারনা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা সুস্পষ্ট চিঠি দেব সরকারকে। ইউএন সিআরসি কমিটি একসময় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে, এ দেশে শিশু অধিকার বিষয়ক কোন কমিটি নেই। পরবর্তীতে জাতীয় মানবাধিকার শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি গঠন করে। কমিশন এ কমিটিকে নাগরিক সমাজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে শক্তিশালী করেছে"।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ বলেন, "দক্ষিন এশিয়াতে কোন দেশ এখনও অপশনাল প্রোটকল-৩ রেটিফাই করেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন ভীতি যদি কাজ করে থাকে তা অমূলক। এক্ষেত্রে সবারই সরকারকে বারবার তাগিদ দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমরা আশা করি সরকারের কাছে কমিশন জোরালোভাবে বিষয়টি তুলে ধরবে"।সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কো- ওরডিনেটর আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, " আন্তর্জাতিক শিশু সনদের প্রথম দুটি অপশনাল প্রোটকল রেটিফাই করেছে বাংলাদেশ। ৩ নম্বর প্রটোকল ২০১৩ সালে গৃহীত হয়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪১ টি দেশ প্রোটকলটি রেটিফাই করেছে। বাংলাদেশে যদি কোন শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয় দেশীয় সকল প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পরও কোন প্রতিকার না পেলে সে জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটিতে যেতে পারবে তার অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাটি নিয়ে। অভিযোগ উত্থাপনের পর শিশুকে একটি সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আনার বিষয়টি প্রোটকলে রয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতার বিষয়টিও রয়েছে। এটি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয় রাষ্ট্র পর্যায়েও কাজ করবে। এ প্রটোকল সম্পর্কে জনগণকে ও শিশুদেরকে সচেতন করার জন্য জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটি কাজ করবে। এই প্রটোকল রেটিফাই করার উদ্দেশ্য হল- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদকে একটি সম্পূর্ণ সনদে পরিণত করা, রাষ্ট্র নিপীড়কের ভূমিকায় গেলে শিশুর প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ যেহেতু শিশু অধিকার সুরক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাই দক্ষিন এশিয়ায় প্রথম অপশনাল প্রটোকল রেটিফাইকারী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সম্মানিত হতে পারে"।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন